দ্বিতীয় পাঠ

যে জগতে তুমি বাস কর তা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই বিষয়টি শেখ।
ঈশ্বর যা করতে পারেন অন্যেরা তা করতে পারে না। তিনি সৃষ্টি করতে পারেন–যেখানে কিছুই নেই সেখানেও তিনি কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি তোমাদের থাকার জন্য সুন্দর একটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছয় দিন কাজের ও এক দিন বিশ্রামের জন্য নিরূপণ করেছেন। আদি পুস্তকে তিনি বলেছেন কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আদি পুস্তক ঈশ্বরের পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই।

বাইবেল থেকে এই অংশটি পাঁচবার জোরে পড়।

আদিতে ঈশ্বর আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।
আদি–১ : ১

এটা কি করতে পার?
এই উত্তরগুলোর মধ্যে যে শব্দগুলো বাদ গেছে সেগুলো পূরণ কর।

১। ঈশ্বর কি করতে পারেন যা অন্য সবাই করতে পারে না?
ঈশ্বর সৃ.....যেখানে কিছুই নেই সেখানেও তিনি কিছু সৃষ্টি করতে পারেন।

২। কোথায় তিনি বলেছেন কিভাবে তিনি জগৎ সৃষ্টি করছেন?
আ.....বা.....যেটা প্রথম বই।

সঠিক উত্তর

১। সৃষ্টি করেন ২। আদি পুস্তক, বাইবেল

ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করলেন।
মানুষের থাকার জন্য ঈশ্বর এক সুন্দর জগৎ সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন।
প্রথমে পৃথিবীর কোন আকার ছিল না। রাতের গাঢ় অন্ধকারের মত ছিল এই পৃথিবী। পরে ঈশ্বর কাজ করলেন ও এর একটা রূপ দিলেন। ঈশ্বর বললেন দীপ্তি হোক। আর তেমনি হলো। তারপরে যতবার বললেন ততবার কিছু না কিছু সৃষ্টি হলো।

মনে কর তোমরা দেখছ ঈশ্বর কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন।
নীচে বিন্দু হতে ● বিন্দু পর্যন্ত ● এই প্রত্যেকটি শব্দের নীচে দাগ দাও।
এগুলো বাইবেলের প্রথম অংশ–আদি পুস্তক থেকে নেয়া।

প্রথম দিন

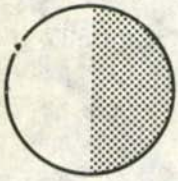

● ঈশ্বর বললেন "দীপ্তি হোক" ●

ঈশ্বর দিন ও রাত সৃষ্টি করলেন।

দ্বিতীয় দিন

● ঈশ্বর বললেন জলের মধ্যে বিতান হোক ও জলকে দুই ভাগ করুক যাতে আকাশ ও পৃথিবী দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ●

এইভাবে ঈশ্বর আকাশকে জল থেকে পৃথক করলেন।

তৃতীয় দিন

● ঈশ্বর বললেন আকাশের নীচে সব জল এক জায়গায় সমুদ্রের মাঝে জড় হোক। ●

(এইভাবে) ঈশ্বর ভূমি সমুদ্র, গাছ, ও ফুল তৈরী করলেন।

চতুর্থ দিন

● ঈশ্বর বললেন, "আকাশে উজ্জল আলো হোক।" ●

এই ভাবে ঈশ্বর সূর্য, চন্দ্র, ও তারা সৃষ্টি করলেন

পঞ্চম দিন

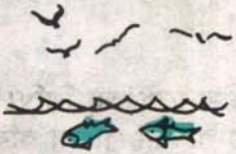

● ঈশ্বর বললেন "জলে মাছ হোক ও আকাশ পাখীতে ভরে যাক"। ●

(এই ভাবে) ঈশ্বর মাছ ও পাখী সৃষ্টি করলেন।

ষষ্ঠ দিন

● ঈশ্বর বললেন, "পৃথিবী সবরকম জীবজন্তুতে ভরে উঠুক।" ●

(এই ভাবে) ঈশ্বর সব জীবজন্তুকে সৃষ্টি করলেন।

● ঈশ্বর বললেন, আস আমরা আমাদের মত করে মানুষ নির্মাণ করি। ●

(এই ভাবে) ঈশ্বর প্রথম নর ও নারী সৃষ্টি করলেন।

তোমাদের থাকার জন্য ঈশ্বর সুন্দর একটি পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর যা সৃষ্টি করলেন–সবকিছুর দিকে তাকালেন। দেখলেন সবই সুন্দর। পৃথিবী বেশ সুন্দর। তিনি ভারী খুশী হলেন।

ঈশ্বর ছয়দিন কাজের জন্য ও একদিন বিশ্রামের জন্য নিরূপণ করলেন।
সপ্তমদিনে ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি বিশ্রাম দিন রূপে নিরূপণ করলেন।
বিশ্রামবার ঈশ্বর আমাদের জন্য ঠিক করলেন।

সপ্তার ছয়দিন আমরা কাজ করি।
সপ্তম দিনে আমরা বিশ্রাম নেই।
• বিশ্রামবার দিন আমরা প্রভুর গৃহে যাই। •
তুমি কি প্রভুর গৃহে যাও ?

• ঈশ্বরের গৃহে আমরা তার সঙ্গে কথা বলি এবং তার সম্বন্ধে কিছু শিখি। •
ঘরেও আমরা তার সঙ্গে কথা বলি যখন প্রার্থনা করি।

ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবী তৈরী করেছেন বলে তুমি কি আনন্দিত ?
তুমি কি তাকে ধন্যবাদ দিয়েছ যে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ?
এই প্রার্থনাটি শেখ ও ঈশ্বরের কাছে বলো ।

প্রার্থনা
প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার এই পৃথিবীর জন্য, সবকিছুর জন্য, যা আমি দেখেছি, কাজের দিন ও বিশ্রামের জন্য এবং প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ।

এখন তুমি দ্বিতীয় পাঠের ছাত্র রেকর্ডটি পূরণ কর।